বন্ড, জেমস বন্ড। দুর্ধর্ষ, রমণীমোহন, স্মার্ট। প্রতিটি মিশন জুড়ে সুন্দরী নারী আর নিশ্চিত ভয়ঙ্কর মৃত্যু। বন্ডের ব্যক্তিত্ব, পোশাক কিংবা নায়কোচিত কার্যকলাপ ভিন্ন এক স্টাইল। বেশি আকর্ষণীয় বন্ডের ব্যবহৃত হাইটেক সব প্রযুক্তি। বন্ড মুভির নির্মাতারা চরিত্রটিকে আরো হাইটেক করতে গিয়ে জন্ম দেন Aev¯e সব প্রযুক্তির...

লিখেছেন **জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল**

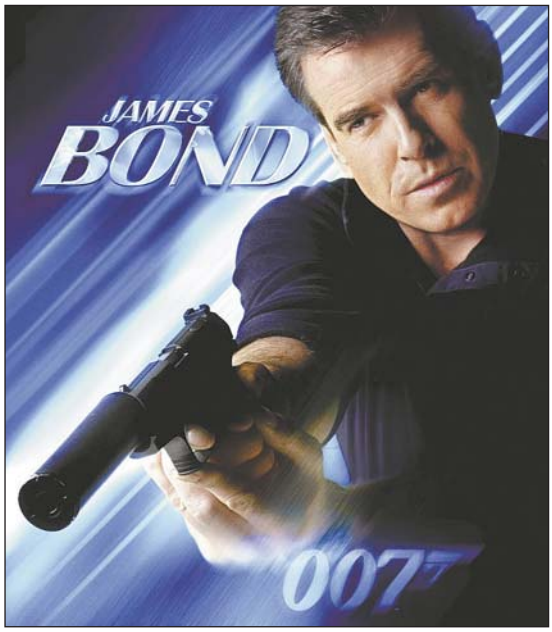

জেমস বন্ডের | ভাঁওতাবাজি

মিনি ব্রেথার

মুভি : থান্ডারবল, ডাই এনাদার ডে

যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা কলমের মতো। একটি দৃশ্যে পানির নিচে জেমস বন্ড এটি ব্যবহার করে কমপক্ষে ৪ মিনিট শ্বাস নিয়ে বেঁচে ছিল।

জেমস বন্ডের ভাঁওতাবাজির মধ্যে এটি একটি। কেননা একটি ৪ লিটার স্কুবা ট্যাংক দিয়ে ৩০-৩৫ মিনিট প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করা সম্ভব। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির ট্যাংকটি

wgwb †e_vi : cwbi wb‡P wbwðš 4 wgwbU

একটি কোকাকোলা বোতলের সাইজ। এবং এটি দিয়ে বড়জোর ২ মিনিট বেঁচে থাকা সম্ভব। বন্ড সিনেমার ইঞ্জিনিয়াররা আসলেই প্রশংসাযোগ্য!

ব্রিফকেস

মুভি: ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ

এটি দিয়েই শুরু হয় প্রযুক্তিবিশ্বে জেমস বন্ডের ভাঁওতাবাজি খেলা। সিনেমাটিতে একটি ব্রিফকেসের মধ্যে থেকে জেমস বন্ড বের করে আনেন এআর ৭ স্নাইপার রাইফেল, ৪০ রাউন্ড গুলি, একটি টিয়ার গ্যাস কার্তিজ, এক টিন ট্যালকম পাউডার, ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা এবং এক সারি থ্রোয়িং নাইফ।

প্রথমত একটি ব্রিফকেস নয় প্রয়োজন ছিল একটি বড়সড় সুটকেসের। সবকিছু মিলিয়ে ব্রিফকেসের ওজন হওয়ার কথা মণখানেক। আর এই ব্রিফকেস নিয়েই কিনা দুনিয়া উদ্ধারে ছুটে †eo‡"Qb বন্ড!

ওমেগা ওয়াচ

মুভি : গোল্ডেন আই, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ

জেমস বন্ড চরিত্রটি ওমেগা ঘড়ির বিজ্ঞাপন মডেল। আর ওমেগা সিমাস্টার জেমস বন্ডের খুব প্রিয় কালেকশনের মধ্যে একটি। ঘড়িটি শুধু যে আকর্ষণীয় তা কিন্তু নয়, এর শক্তিশালী লেজার ডায়োড দিয়ে দুই ইঞ্চি পর্যন্ত স্টিলের ধাতব বস্তু মাখনের মতো কেটে ফেলা সম্ভব। এটি ম্যাগনেটিক মাইন শনাক্ত করে তা নিষ্ক্রিয় পর্যন্ত করে দেয়। দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ মুভিতে দেখা যায় ঘড়িটিতে যুক্ত রয়েছে একটি ৫০ ফুট উঁচু টেনসাইল মাইক্রো ফিলামেন্টযুক্ত সূক্ষ্ম হুক। এটি দিয়ে ৮০০ পাউন্ড ওজন বহন করা সম্ভব। এর হাইটেক ডিজাইনে আরো আছে দুটি হাই পাওয়ারড লেজার। ঘড়ির খোলসটি তৈরি করা হয়েছে টাইটানিয়াম ধাতু ব্যবহার করে।

বাজারে ওমেগার অনেক ঘড়ি রয়েছে টাইটানিয়াম ধাতুর তৈরি। কিন্তু জেমস বন্ডের কারিশমাওয়ালা ঘড়ি একটিও নেই। আর হবেই বা কিভাবে? ঘড়িতে যদিও কোনোভাবে উচ্চ

ওমেগা ওয়াচ : স্টীল কাটা ও ৪০০ পাউন্ড ওজন তোলা যাবে

ক্ষমতার ডায়োড বসানো গেল কিন্তু এজন্য প্রয়োজনীয় পাওয়ার জোগান হবে কোন পথে? এবং একটি ফিলামেন্ট তার দিয়ে ৮০০ পাউন্ড ওজন না হয় তোলা হলো কিন্তু একজন মানুষের কবজির জোরে এই ওজন তোলা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? মুভিতে সাধারণ দর্শকের বুদ্ধিমত্তাকে খাটো করে দেখার একটি প্রবণতা দেখা গেছে। তা না হলে এতো গাজাখুরি!

গ্রেনেড কলম

মুভি গোল্ডেন আই

এটি ছাড়া স্পাই মুভি কল্পনা করা যায় না। কলমটি দেখতে যেকোনো সাধারণ কলমের মতো হলেও এটি আসলে চতুর্থ মাত্রার একটি গ্রেনেড। কলমটিতে সর্তকতার সঙ্গে তিনবার ক্লিক করতে হবে। ৪ সেকেন্ডের মধ্যেই ঘটে যাবে তুমূল বিস্ফোরণ। তবে সঙ্গে সঙ্গে যদি আবার

জেমস বন্ডের ব্যবহৃত সব প্রযুক্তির আবিষ্কারক কোয়ার্টারমাস্টার। হাতে গ্রেনেড কলম

তিনবার ক্লিক করা যায় তবে টাইমারটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

এমন একটি ডিভাইস তৈরি না করতে পারার পেছনে কোনো যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু কলমের মধ্যে কতটুকু বিস্ফোরক বহন করা সম্ভব। আর তা দিয়ে বড়জোর ঠুসঠাস শব্দ হতে পারে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ অনেক দূরের বিষয়।

এক্স-রে চশমা

মুভি : দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ

এক্স-রে চশমা যা দিয়ে 'সাব কুছ দিখতা হ্যায়।' কিশোর বয়সের নিয়ত স্বপ্নবস্তু। মুভিতে এই চশমা পরে একটি ক্যাসিনোতে প্রবেশ করেন জেমস বন্ড। জামার ভেতরে লুকানো অস্ত্র আর মেয়েদের লুকানো বিকিনি পর্যবেক্ষণ করে বেরিয়ে আসেন। বিষয়টি দর্শককে শুধু চমকিতই করে না বরং সিনেমা হল জুড়ে ভেসে বেড়ায় দীর্ঘশ্বাসের ভারী বাতাস।

বন্ডের এক্স-রে চশমা ধাপ্পাবাজি ছাড়া

এরিকসন মোবাইল ফোন: আঙুল ঘুরিয়ে গাড়ি চালনা

আর কিছুই নয়। এক্স-রে কাজ করে শোষণ এবং প্রতিফলনের মাধ্যমে, অনেকটা রাডার প্রযুক্তির মতো। এক্স-রে প্রযুক্তি বন্দুক, ধাতব পদার্থ কিংবা অস্থি চিহ্নিত করতে পারে। কিন্তু কাপড় থেকে যেহেতু কোনো প্রতিফলন হয় না তাই মেয়েদের বিকিনি দেখার প্রশ্নই ওঠে না।

ফ্যাক্স ঘড়ি

মুভি: দ্য স্পাই হু লাভড় মি

ঘড়ি দিয়ে ফ্যাক্স করা যায়। পাশাপাশি স্যাটেলাইটের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় যেকোনো স্থানে এসএমএস পাঠানো সম্ভব।

যারা ফ্যাক্স মেশিন দেখেছেন তারা বুঝতেই পারছেন এটি সম্ভব নয়। আর ঘড়ি এবং স্যাটেলাইট মিলে যদি এভাবে তথ্য পাচার করা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে মোবাইল ক্যামেরার সঙ্গে সঙ্গে স্টক মার্কেট,

ঘড়ি দিয়ে ফ্যাক্স করা

সিক্রেট মিটিং, নিউজ রিপোর্টকালীন ঘড়ি থেকেও সাবধান।

এরিকসন মোবাইল ফোন

মুভি : টুমরো নেভার ডাইজ

চলতি সময়ের সব হাইটেক ফোনকেও হার মানায় এই বাহারি ফোন। এতে রয়েছে একটি স্টানগান, যা দিয়ে ২০ হাজার ভোল্ট ইলেক্ট্রিক শক দেয়া সম্ভব। সিকিউরিটি লক ভাঙতে আছে একটি ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার এবং একটি স্ক্রু ড্রাইভার (ক্যামেরার এন্টেনা গুটিয়ে নিলে স্ক্রু ড্রাইভারটি বেরিয়ে আসে)। ফোনটিতে রয়েছে এলসিডি স্ক্রিন। এটি দিয়ে জেমস বন্ড তার বিএমডব্লিউ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ডিস্কের ওপর আঙ্গুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দূর থেকে গাড়ি ড্রাইভ করতে দেখা যায় টুমরো নেভার ডাইজ মুভিতে।

২০ হাজার ভোল্ট শক এবং সিকিউরিটি লক খোলার বিষয়টি বাদ দিলে বাকি সবই সম্ভব। বর্তমান সময়ের অনেক মোবাইল ফোনেই রয়েছে এমন হাইটেক প্রযুক্তি। মার্সিডিজ গাড়ির পুরোটাই এখন কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত। যদি কম্পিউটার থেকে নির্দেশ দেয়া যায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে মোবাইল দিয়েও গাড়ি চালানো সম্ভব। আর মোবাইল দিয়ে ২০ হাজার ভোল্ট শক দেয়ার আগে জানা প্রয়োজন মোবাইলে কি ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছিল! স্রষ্টার অশেষ কৃপা যে হাই ভোল্টেজের একটি ছটা বন্ড সাহেবের কপালে জোটেনি!

জেট প্যাক

মুভি : থান্ডার বল

শত্রু ঘাঁটি থেকে মিশন শেষে ৬০০ ফুট উচ্চতায় ৮০ মাইল বেগে উড়ে পালাতে মোক্ষম বাহন এই জেট প্যাক। দেখতে অনেকটা পিঠে ঝোলানো স্কুলব্যাগের মতো। এর ভেতরে রয়েছে ট্যাঙ্কভর্তি প্রোপেলেন্ট এবং টারবাইন থ্রাস্টার।

জেট প্যাক শব্দটি শুনতে বেশ আকর্ষণীয় মনে হলেও বাস্তবে তা সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরে প্রযুক্তিটি এখনো গবেষণাধীন। এখন পর্যন্ত জেট প্যাকের যে প্রটোটাইপ তৈরি করা গেছে, তা দিয়ে ৯ মিটার উচ্চতায় ১১ কিলোমিটার বেগে মুভ করা সম্ভব। কিন্তু তা দিয়ে শত্রু ঘাঁটি থেকে পালানোটা একটু বেশি ভাওতাবাজি হয়ে গেল না!